MAR. 01 2001
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

ভোরের কাগজ

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব কম দেওয়া হয়

বিশ্বব্যাংকের প্রকাশনায় দুর্বল দিক চিহ্নিত করা হয়েছে

কাগজ প্রতিবেদক : বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষায় সাধারণ বিষয়গুলোর ওপর যতোটা জোর দেওয়া হয়– বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৌশল শিক্ষার ওপর সেই তুলনায় খুবই কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে পাস করে বেরিয়ে শিক্ষার্থীরা কর্মক্ষেত্রে এসে তাই কোনো মিল খুঁজে পায় না।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার এই প্রধান দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়েছে বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রকাশনা 'বাংলাদেশের শিক্ষাখাত' শীর্ষক তিন খণ্ডের প্রতিবেদনে। বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের আবাসিক পরিচালক ফ্রেডেরিক টেম্পল উচ্চশিক্ষা বিষয়ে আঞ্চলিক দেশগুলোর মধ্যে অনুষ্ঠিত এক গোলটেবিল বৈঠকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানান। বিশ্বব্যাংক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে সোনারগাঁও হোটেলে গতকাল বুধবার দুদিনের এই বৈঠকের সূচনা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব সা'দত হুসাইন।

সভায় স্বাগত বক্তব্যে ফ্রেডেরিক টেম্পল জানান, বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা চিহ্নিত করার পাশাপাশি ভালো দিকও খুঁজে বের করা হয়েছে। প্রতিবেদনে এ দেশে উচ্চশিক্ষা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রশংসা করা হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মতে ভিন্নধর্মী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এজন্য তিনি দাতা গোষ্ঠীসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সংসদে নতুন শিক্ষানীতি পাস হয়েছে এবং এই শিক্ষানীতি বিভিন্ন দিকে কাজ করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

মন্ত্রী তার বক্তব্যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ার সুযোগ দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী পায় না। কারণ এগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আজ বৃহস্পতিবার দুদিনব্যাপী এই আলোচনা শেষ হবে। এতে বাংলাদেশ সরকার, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থা এবং দাতা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ৮০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংকের উদ্যোগে এর আগে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় এ ধরনের আরো দুটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বের যেসব দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেই সব দেশে বিশ্বব্যাংক এই ধরনের আলোচনার আয়োজন করে থাকে।